দৈনিক ইনকিলাব 029

তারিখ 29 NOV 1986
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

উপজেলা পরিক্রমা

সদরপুর

॥আমিনুল ইসলাম বাবু॥

বিশ্বজাকের মঞ্জিল, চন্দ্রপাড়া পাকদরবার শরীফ এবং ব্রাহ্মন্দী জাকের ভবনসহ পীর আউলিয়ার দেশ ফরিদপুর জেলাশহর থেকে মাত্র ৩১ কিলোমিটার দূরবর্তী আড়িয়াল খাঁ, কীর্তিনাশা, ভুবনেশ্বর এবং পদ্মা নদী বেষ্টিত ১০৪ বর্গমাইল আয়তনের সদরপুর উপজেলা দীর্ঘ ৩ বছর পূর্বে থানা পর্যায় থেকে উপজেলায় উন্নীত হলেও আজ পর্যন্ত উন্নয়নের কোন ছোঁয়া লাগেনি। ৯টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত ৩৮৪ টি গ্রামের ১ লাখ ৫৪ হাজার ৬৮৪ জন অধিবাসী রয়েছে।

যোগাযোগ ঃ

দেশবাসীর কাছে পরিচিত হলেও যোগাযোগের ক্ষেত্রে সদরপুর উপজেলা অন্যান্য উপজেলাগুলোর চেয়ে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। জেলাসদরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগরক্ষাকারী একমাত্র পাকা সড়কটির অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে। এ উপজেলায় পাকা রাস্তা রয়েছে মাত্র সাড়ে ৩ মাইল। এছাড়া ইট বিছানো রাস্তা রয়েছে ১৩ মাইল এবং কাঁচা রাস্তা আছে ১৬০ মাইল। পাকা ব্রীজ রয়েছে ১৭টি এবং সমগ্র উপজেলার রাস্তাগুলোতে কালভার্ট রয়েছে মাত্র ১৯টি। একমাত্র সদরপুর ইউনিয়ন ব্যতীত অন্য ৮টি ইউনিয়ন চরাঞ্চলে অবস্থিত। যার ফলে উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে বর্ষা মওসুমে নৌকাই একমাত্র ভরসা। আর শুষ্ক মওসুমে দু'টো পা চলাচলের একমাত্র অবলম্বন। যোগাযোগের ক্ষেত্রে উপজেলাবাসীগণ দীর্ঘদিন যাবত সীমাহীন দুর্ভোগে আছে।

কৃষি ঃ

কৃষিক্ষেত্রেও সদরপুর উপজেলা অনেক পিছিয়ে আছে। এ উপজেলায় মোট ৬৬ হাজার ৫৬০ একর জমি রয়েছে। এর মধ্যে আবাদী জমি ৪১ হাজার ৫৫০ একর এবং অনাবাদী জমি রয়েছে ২৫ হাজার ১০ একর। এ উপজেলার অধিবাসীদের জন্য প্রতিবছর মোট খাদ্য প্রয়োজন ৬ লাখ ৭৩ হাজার ২৩১ মণ। কিন্তু সমগ্র উপজেলায় মোট উৎপাদিত খাদ্যের পরিমাণ মাত্র ৫ লাখ ৯ হাজার ৮১৪ মণ। উপজেলার প্রধান উৎপাদিত ফসলের মধ্যে রয়েছে, বোরো, আউশ, আমন ও পাট। এছাড়া আখ, সরিষা, আলু, গম, ডাল, শাক-সবজিসহ অন্যান্য ফসলও আবাদ হয়ে থাকে। এ উপজেলায় মাত্র ১৮টি গভীর এবং ২১০টি অগভীর নলকূপ রয়েছে। এর মধ্যে ৪টি গভীর এবং ৬টি অগভীর নলকূপ অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সমগ্র সদরপুর উপজেলায় পানীয় জলের নলকূপ রয়েছে মাত্র ১ হাজার ৩৫১টি। এর মধ্যে অধিকাংশই বিকল। উপজেলায় গরু-মহিষের সংখ্যা ৩৭ হাজার ৮০৮টি।

শিক্ষা ঃ

শিক্ষার দিক দিয়েও সদরপুর উপজেলা পিছিয়ে আছে। এ উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ৭৪টি। জুনিয়র বিদ্যালয় ৪টি এবং উচ্চ বিদ্যালয় ১০টি, কলেজ ১টি, এছাড়া মাদ্রাসা ৪টি। উপজেলার প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই রয়েছে হাজারও সমস্যা। সমস্যাগুলোর মধ্যে শিক্ষক সংকট, শ্রেণীকক্ষ সমস্যা, আসবাবপত্র সংকটসহ অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের সংকট অত্যন্ত প্রকট। উপজেলার একমাত্র কজেলটিকে গত ১-৯-৮৪ তারিখে সরকারীকরণ করা হলেও সমস্যাগুলোর কোন সমাধান করা হয়নি। কলেজে মোট ৪৪ জন শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এছাড়া কলেজে একটি এক তলা ভবনে মাত্র ৩টি শ্রেণীকক্ষ রয়েছে। কলেজে কোন মিলনায়তন, লাইব্রেরী, টয়লেট এবং ছাত্রবাস নেই।

চিকিৎসা ঃ

সদরপুর উপজেলায় চিকিৎসা ক্ষেত্রেও রয়েছে মারাত্মক সংকট। এ উপজেলায় হাসপাতাল ১টি, পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র ৬টি, পশু চিকিৎসালয় ১টি। কিন্তু উপজেলার প্রতিটি চিকিৎসা কেন্দ্রেই বিরাজ করছে অগণিত সমস্যা। উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কোন এ্যাম্বুলেন্স এবং এক্স-রে মেশিন নেই। ৩১ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে ডাক্তার রয়েছেন ৮ জন। একজন ডাক্তারের পদ শূন্য রয়েছে। উপজেলা হাসপাতালের আউটডোরে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১৫০ জন রোগী উপস্থিত হলেও অধিকাংশ রোগীকেই বিনা চিকিৎসায় ফিরে যেতে হয়। অবহেলিত সদরপুর উপজেলায় যোগাযোগ, কৃষি, শিক্ষা এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও দীর্ঘদিন যাবৎ অসংখ্য সমস্যা বিরাজ করছে।